মহাপুরুষের সেবা করে নাই অধিক কি কোনও তপস্যাও তাহারা করে নাই, একমাত্র আমার ও ভক্তসঙ্গপ্রভাবে, আমাকে লাভ করিয়াছিল। এস্থানে উক্ত অধ্যয়ন প্রভৃতি সাধন পূর্ব্বকথিত ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতির মত শ্রীভগবৎসন্তোষসাধকই বুঝিতে হইবে। এস্থানে শ্রীবৃত্র প্রভৃতি কাহারও কাহারও যে পূর্ব্বজন্মে অন্যসাধনের কথা উল্লেখ আছে, তাহাও বুঝিতে হইবে যে—আনুষঙ্গিকভাবে সৎসঙ্গের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে সৎসঙ্গেরই সেই সেই ফলপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির কিন্তু কেবল সৎসঙ্গপ্রভাবেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এস্থানে সৎসঙ্গ শব্দের অর্থে শ্রীভগবানের সঙ্গ এবং তাঁহার ভক্তের সঙ্গ—এই উভয় সঙ্গই বুঝান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় এই যে —সৎসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ উভয় সঙ্গেই শ্রীভগবানের সম্বন্ধ আছে। এই অভিপ্রায়ে কোথাও সৎসঙ্গের কথা, কোথাও বা ভগবৎসঙ্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিজেরও (শ্রীভগবানেরও সত্ত্ব অর্থাৎ সাধুত্ব আছে বলিয়া সৎসঙ্গ-প্রকরণে নিজসঙ্গও অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ভাগবতসঙ্গ প্রভাবেই শ্রীভগবানের কৃপা হইয়া থাকে—এই কথা বলা হইয়াছে, সেটি কিন্তু শ্রীভগবানের চরণে উন্মুখতা উদ্গমের প্রতি হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভাগবতসঙ্গ বিনা স্বতন্ত্রভাবে শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হইতে পারে না—একথার তাৎপর্য্য অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার উদ্গম্ হওয়া অসম্ভব। যেহেতু শ্রীভগবানের হৃদয়ে প্রেমিক ভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও স্থান নাই। অতএব, পরদুঃখ-কাতরতালক্ষণ ভগবৎকৃপা উদ্গমের সম্ভাবনা করা যায় না। তবে ভক্ত-কৃপায় বহির্ম্মুখ জীব যখন শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ হয়, তখন তাহারপ্রতি শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হইয়া থাকে। এস্থানে সেই ভাগবতসঙ্গকেই বিশেষ সাধনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব প্রকরণ অর্থাৎ উদ্দেশ্যগত ভেদ থাকার জন্য সিদ্ধান্তে কোনও দোষ হইতে পারে না। এস্থানে যদিও কোনও কোনও বহির্ম্মুখজনের ভগবৎসাম্মুখ্যজন্মের প্রতি কারণরূপে ভগবৎ-সঙ্গ হয়েন অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গ প্রভাবেই শ্রীভগবানের চরণে উন্মুখতা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমরা এই প্রকার বলিব। 'সৎ' শব্দের অর্থে অবতারকেও স্বীকার করিয়া যে কোনও সময়ে শ্রীভগবদুন্মুখ ও বহির্ম্মুখ এই উভয়বিধ জীবের প্রতি কৃপা বিস্তার করেন, সেটিও সৎ সম্বন্ধেই করিয়া থাকেন অর্থাৎ কোনও সাধুর প্রেমমাখা আকুল আহ্বানে শ্রীভগবান্ এই জগতে অবতীর্ণ হয়েন। তখন সেই সাধুসম্বন্ধেই জগতে আসিয়া জীবদুর্গতি